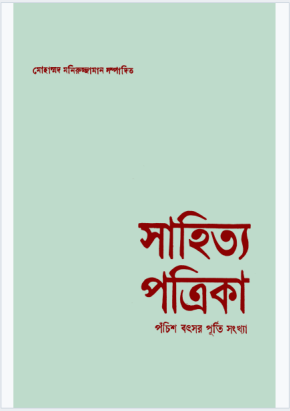

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষাতত্ত্বের দুটি সঞ্চালন সূত্র : শূন্যীকরণ ও আরোহণ

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.2
Pages	38-62
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ভাষাতত্ত্বের দুটি সঞ্চালন সূত্র : শূন্যীকরণ ও আরোহণ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১.

সাধারণভাবে শূন্যীকরণ সংযোজক-অব্যয় পরিবর্তনের (লঘুকরণ) সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। বর্তমান আলোচনায় সংযোজক অব্যয় দ্বারা গঠিত সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে শূন্যীকরণ সূত্রের ব্যবহার, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বাক্যের বিভিন্ন উপাদান বর্জনের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগগত দিক এবং বাংলায় এই সূত্রের ব্যবহারিক দিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে আলোচিত। শূন্যীকরণ সূত্র আলোচনার পর এই সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আরোহণ সূত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত। উভয় ক্ষেত্রেই সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত। সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ বলতে বাক্যের যে অংশ সম্বন্ধসূচক সর্বনামের সাহায্যে নামবাক্য গঠিত, তার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

২.

ভাষাবিজ্ঞানী রস (১৯৬৭) তাঁর গবেষণাগ্রন্থে সর্বপ্রথম শূন্যীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর অনুসৃত সূত্রাবলম্বনে শূন্যীকরণ আলোচনা ও বিন্যাস-পদ্ধতির পরিবর্ধন করেন। রসের পর যাঁরা এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। এঁরা হলেন : ল্যাংগাকার (১৯৬৯), ডিংওয়াল (১৯৬৯), রস (১৯৭০), জ্যাকেনডফ (১৯৭১), কোত্‌স্নডাম (১৯৭১), মেলিং (১৯৭২), হ্যান্‌কামের (১৯৭৩), ল্যানজেনডয়েন (১৯৭৪), কুনো (১৯৭৬) ও হ্যানকামের (১৯৭৯)। রসের আলোচনার পর জ্যাকেনডফ তাঁর মন্তব্যের (শূন্যীকরণ হচ্ছে 'যে-কোন স্থানের সূত্র') বিরোধিতা করে নিজস্ব সূত্র প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ল্যানজেনডয়েন ও হ্যানকামের জ্যাকেনডফের মত শূন্যীকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক সূত্রের প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। কুনো জ্যাকেনডফ, ল্যানজেনডয়েন ও হ্যানকামের প্রবর্তিত বিভিন্ন সূত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজস্ব সূত্র ও তাঁর প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্যান্যের তুলনায় কুনো-প্রবর্তিত সূত্র সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং শূন্যীকরণের বিভিন্ন জটিল কাঠামো বর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক প্রবর্তিত সামগ্রিক সূত্রের অন্তর্ভুক্তি ও আলোচনা (প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে) সম্ভবপর নয়। শূন্যীকরণ আলোচনা-শেষে এবং আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক-প্রবর্তিত মত অন্তর্ভুক্ত ও সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শূন্যীকরণ ও আরোহণ সূত্র ছাড়াও ভাষাতত্ত্বে একাধিক সঞ্চালন সূত্র বিদ্যমান, প্রবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে অবশিষ্ট সঞ্চালন সূত্র বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৩.

যে-কোন ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের অন্তর্বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অনেক সময় বাক্যে একাধিক (সম ও অসমশ্রেণীর) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাক্যগঠনে

শৃঙ্খলা ও অর্থগত সুসমঞ্জস বিধান সাধনের জন্য বাক্যে একাধিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে সমশ্রেণীর ক্রিয়ার মধ্যে একটিকে সংরক্ষিত রেখে অন্যগুলো বর্জন করা হয়। সমশ্রেণীর ক্রিয়া-বর্জনের ক্ষেত্রে বাক্যের একটি নির্দিষ্ট গঠনের প্রতি লক্ষ্য করা অত্যাবশ্যক। যদি একাধিক বাক্য অবলম্বনে একটি জটিল বাক্য গঠিত হয় তবে গঠনের দিক থেকে এই জটিল বাক্যের দুটি উপাদান (সন্নিবেশিত দুটো বা তার বেশী বাক্য) অবশ্যই সমশ্রেণীর অথবা প্রায় সমশ্রেণীর হতে হবে। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় যে-কোন অংশ থেকে বর্জন করা সম্ভব। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের কোন্ অংশ থেকে বর্জিত হবে তা বিশেষ ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। বাক্য সমশ্রেণীর ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হলে একটি ক্রিয়া সংরক্ষণ ও অন্য ক্রিয়ার বর্জনের নিয়মকে বলা হয় 'শূন্যীকরণ'।

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় রস (১৯৬৭) শুধুমাত্র সমশ্রেণীর ক্রিয়া-বর্জনের দিক উল্লেখ করলেও, পরবর্তীকালে ক্রিয়া ছাড়াও সমশ্রেণীর অন্যান্য রূপমূল বা উপাদান (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ) বর্জনও স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং, শূন্যীকরণের প্রসারিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বাক্যে সমশ্রেণীর একাধিক যে-কোন উপাদান ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে সমশ্রেণীর একটি উপাদান রেখে বাকিগুলোকে বর্জন করার ভাষাতাত্ত্বিক প্রথাকে শূন্যীকরণ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও বাক্যের যে-কোন সমশ্রেণীর উপাদানকে বর্জন করা সম্ভব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়া-বর্জনের ওপরেই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই প্রথা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রূপমূল বা উপাদানের পুনঃশ্রেণীকরণ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কেননা, এই শ্রেণীর পুনঃবিন্যাস শুধুমাত্র সংযোজক অব্যয় লঘুকরণের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, একমাত্র ব্যাকরণগত উপাদানের পুনর্বিন্যাস ছাড়া সংযোজক অব্যয় লঘুকরণের সঙ্গে শূন্যীকরণের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শূন্যীকরণ সূত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্বে শূন্যীকরণ যে-ভাবে ক্রিয়াশীল তা উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(১) ক. ভদ্রলোক, যিনি দুধ খেয়েছিলেন আর ভাত খেয়েছিলেন. তিনি মৌ-এর মামা।

কক. ভদ্রলোক, যিনি দুধ ϕ আর ভাত খেয়েছিলেন, তিনি মৌ-এর মামা।

খ. সকালবেলায় যে লোকটা বই পড়ছিল, আর খবরের কাগজ পড়ছিল, সে গ্রাম থেকে এসেছে।

খখ. সকালবেলায় যে লোকটা বই আর খবরের কাগজ পড়ছিল, সে গ্রাম থেকে এসেছে।

(২) ক. যে হাসান দুধ খেয়েছিল আর ভাত খেয়েছিল, সে আমার বন্ধু।

কক. যে হাসান দুধ খেয়েছিল আর ভাত, সে আমার বন্ধু।

খ. যে হাসান বই কিনেছিল আর পেন্সিল কিনেছিল, তা হারিয়ে ফেলেছে।

খখ. যে হাসান বই কিনেছিল আর পেন্সিল, তা হারিয়ে ফেলেছে।

ওপরের উদাহরণে বাংলা বাক্যে শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বি-ধারিক সম্ভাবনা লক্ষণীয়। বাক্যে একাধিক সমশ্রেণীর ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে সমশ্রেণীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন করা সম্ভব। বাংলা বাক্যের গঠন-প্রকৃতি বা রূপমূল সন্নিবেশের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ-মন্তব্য করা যায় যে, বাক্য অন্তর্গত সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়ার

মধ্যে যদি প্রথম ক্রিয়াটি বর্জন করে দ্বিতীয় ক্রিয়া সংরক্ষণ করা যায় তাহলে বাক্যের অর্থ অনুধাবনে সহজসাধ্য হয় এবং বাক্য গঠনগত সাধারণ-কাঠামো-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ সুবিধাজনক। অন্যক্ষেত্রে, যদি দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন করে প্রথম ক্রিয়াটি বাক্যে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে সবক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্য গঠনে ও অর্থ অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে। যদিও বাংলায় বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সমশ্রেণীর যে-কোন একটি ক্রিয়া বর্জন সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে বাক্য-গঠনে সুসমঞ্জস-বিধান সংরক্ষণও অসম্ভব নয়। এই বক্তব্যের আলোকে উদ্ধৃত উদাহরণ সম্পর্কে বলা যায় যে (২) বাক্য অপ্রচলিত না হলেও (১) বাক্য (২) বাক্যের তুলনায় অধিকতর প্রচলিত।

বাংলা বাক্যে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জনের পর বাক্য-গঠনে অস্বাভাবিকতা বা অর্থ-ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা দেখা দিলে বাক্যমধ্যে যে স্থানে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি অবস্থিত ছিল সেখানে অন্য কোন রূপমূল বা উপাদান ব্যবহার করলে বাক্য-গঠনের শৈথিল্য, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিকটি প্রদর্শিত:

(৪) ক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল আর ভাত খেয়েছিল, সে গ্রাম থেকে এসেছে।
কক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল আর ভাত, সে গ্রাম থেকে এসেছে।
ককক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল আর তার সঙ্গে ভাত, সে গ্রাম থেকে এসেছে।
খ. ভদ্রলোক, যিনি বই পড়ছিলেন আর সেই সঙ্গে চিঠি, তিনি মৌ-এর মামা।
গ. যিনি শাওনকে বকছেন আর মাঝে মাঝে উপলকে, তিনি ভাইয়ের বন্ধু।

(৫) ক. ভদ্রলোক, যিনি ভাত খেয়েছিলেন আর দুধ-ও, তিনি মৌ-এর মামা।

(৪)-এ প্রদত্ত উদাহরণ শূন্যীকরণের বিশুদ্ধ উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়না। কেননা, প্রদত্ত উদাহরণে বাক্যের প্রথমাংশে অনুপস্থিত অতিরিক্ত কতকগুলো রূপমূল অন্তর্ভুক্ত করে, দ্বিতীয় ক্রিয়া যেখানে বর্জিত হয়েছে, সেই অংশে সন্নিবেশিত। বাক্যে বাক্যাতিরিক্ত রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি শূন্যীকরণ সূত্রের বিরোধী। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, (৫)-এ ও অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রত্যক্ষভাবে শূন্যীকরণ সূত্রের বিরোধী নয়। শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত। (৫)-এ প্রদত্ত উদাহরণ শূন্যীকরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা মধ্যে তা সন্নিবেশিত। ওপরে প্রদত্ত উদাহরণের মাধ্যমে একটি দিক স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা বাক্যে সমশ্রেণীর একাধিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে যে-কোন একটির বর্জন সম্ভব, যদিও প্রথম ক্রিয়া বর্জনের ফলে ভাষাভাষীদের পক্ষে বাক্যের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়।

৪.

শূন্যীকরণের প্রাথমিক আলোচনায় এ-পর্যন্ত যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই সংযোজক অব্যয় দ্বারা গঠিত বাক্য এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত। প্রতিক্ষেত্রেই 'আর' দুটি স্বতন্ত্র বাক্য সংযুক্তির ক্ষেত্রে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। যখন দুই বা তার বেশী বাক্যাংশ সংযোজক অব্যয় দ্বারা একত্রে সংযুক্ত হয় তখনই শূন্যীকরণের প্রয়োগ লক্ষণীয়। দুটি বাক্য বা বাক্যাংশ একত্রে সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বাংলায় যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলি হচ্ছে 'ও', 'আর', 'এবং', 'অথবা', 'বা', 'কিংবা' ও 'নয়'। নীচে প্রদত্ত উদাহরণে বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে কয়েকটির প্রয়োগ দেখান হয়েছে। প্রতিটি উদাহরণেই নামবাক্য সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত।

(৬) ক. যে ময়না হারমনিয়ম বাজাবে **আর** যে মৌ সেতার বাজাবে, তারা আত্মীয়।

কক. যে ময়না হারমনিয়ম আর যে মৌ সেতার বাজাবে, তারা আত্মীয়।

খ. ময়না যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে **এবং** মৌ যে বেলুন ওড়াচ্ছে, সেগুলো একটু আগে দোকান থেকে কেনা হয়েছে।

খখ. ময়না যে ঘুড়ি আর মৌ যে বেলুন ওড়াচ্ছে, সেগুলো একটু আগে দোকান থেকে কেনা হয়েছে।

গ. হয় মৌ যে বাঁশী বাজাবে **নয়** ময়না যে সেতার বাজাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গগ. হয় মৌ যে বাঁশী নয় ময়না যে সেতার বাজাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওপরের উদাহরণে 'আর', 'এবং' ও 'হয়' সংযোজক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত।

জ্যাকেনডফ (১৯৭১ : ২২) 'কিন্তু' রূপমূল প্রধান বাক্য-সংযোজক অব্যয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজিতে 'কিন্তু' স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত না হলেও বাংলায় 'কিন্তু' সংযোজক অব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় না। যেমন :

(৭) ক. আমাদের বান্ধবী মহুয়া, যে গতকাল রাতে সিনেমা দেখেছিল **কিন্তু** তার ছোট বোন মৌটুসী যে গতকাল সকালে থিয়েটার দেখেছিল, তা সবাই জানে।

কক. আমাদের বান্ধবী মহুয়া, যে গতকাল রাতে সিনেমা কিন্তু তার ছোট বোন মৌটুসী যে গতকাল সকালে থিয়েটার দেখেছিল, তা সবাই জানে।

বাংলায় 'না' সংযোজক অব্যয় রূপে ব্যবহারের সময় বাক্যগঠনে একটি স্বতন্ত্র আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় 'না', 'আর', 'নয়' অথবা 'কিন্তু'-র স্থানে ব্যবহার করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ 'না' বাক্যে নঞর্থক রূপমূলরূপে ব্যবহৃত। জটিল বাক্যে 'না'-এর ব্যবহার সম্পর্কে দুটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় ; ক. বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্ত হলে অর্থের ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশিত হয় ; খ. বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির পর সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন অপেক্ষাকৃত সহজতর। নীচের উদাহরণে বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির এই দুটি দিক প্রদর্শিত।

(৮) ক. যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি বই পড়ছেন **না** পত্রিকা পড়ছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কক. যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি বই পড়ছেন না পত্রিকা ϕ, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

খ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে, সে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে **না** অন্যকাউকে দেখছে, তা আমি বলতে পারব না।

খখ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে, সে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে না অন্যকাউকে ϕ, তা আমি বলতে পারব না।

খখখ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে, সে আয়নায় নিজের মুখ না অন্যকাউকে দেখছে, তা আমি বলতে পারবনা।

উদ্ধৃত উদাহরণের (খ) অংশে দেখান হয়েছে যে, বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় সমশ্রেণীর যে-কোন একটি ক্রিয়া বর্জন করা সম্ভব এবং যে-কোন একটির সংরক্ষণ অনুমোদিত। অবশ্য, 'না' অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে একটি দুর্বলতর দিক লক্ষণীয়। দুটি বাক্য একত্রে সংযুক্তির ক্ষেত্রে 'না' নিয়মিত সংযোজক অব্যয় উপাদানরূপে সাধারণভাবে অব্যবহৃত। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বিভিন্ন ভাষায় অব্যয়ের ব্যবহার স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয় অন্য ভাষায় সম্পূর্ণরূপে গৃহীত নাও হতে পারে। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার তুলনা করে অনায়াসে বলা যায় যে, পূর্বোক্ত ভাষায় 'না' অব্যয়রূপে ব্যবহৃত না হলেও শেষোক্ত ভাষায় এর অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা বিদ্যমান। ইংরেজিতে একই রূপমূল সম্বন্ধসূচক ও প্রশ্নসূচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হলেও বাংলায় সম্বন্ধসূচক ও প্রশ্নসূচক সর্বনামরূপে বিভিন্ন রূপমূল ব্যবহৃত। অনেক ভাষায়, যেমন জাপানী, সম্বন্ধসূচক সর্বনামের স্বতন্ত্র রূপমূল অনুপস্থিত, কিন্তু সেখানে বাক্যের অর্থগত দিক লক্ষ্য করে এই সর্বনামের কাজ চালান হয়। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলায় অব্যয় হিসাবে 'না' ব্যবহারের পেছনে কোন অযৌক্তিক কারণ নেই, যদি এই অব্যয় অন্যান্য সংযোজক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে 'না'-এর বাক্য মধ্যে ব্যবহার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে 'অথবা'র মত। নীচে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 'আর', অথবা 'কিংবা'র পরিবর্তে 'না' অনায়াসে ব্যবহার করা চলে কিংবা বলা যায় যে এই তিনটি সংযোজক অব্যয় একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা যায়।

(৯) ক. ভদ্রলোক, যিনি বই **আর** খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।

খ. ভদ্রলোক, যিনি বই **অথবা** খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।

গ. ভদ্রলোক, যিনি বই **না** খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।

নঞর্থক রূপমূল ('না') প্রসঙ্গে রস (১৯৭০: ২৫০) উল্লেখ করেছেন যে, যদি বাক্যে নঞর্থকমূলক রূপমূল অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সমশ্রেণীর একটি ক্রিয়া বর্জনের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। রস-এর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলা বাক্যে নঞর্থক রূপমূল অন্তর্ভুক্তির পর রস-উল্লিখিত সমস্যা সহজেই লংঘনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির পর শুধুমাত্র পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব। যদিও সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, তবে এক্ষেত্রে অসন্তোষজনক ফল দেখা দিতে পারে। তার কারণ, বাক্যে বিভিন্ন বিশেষ্যের সঙ্গে নঞর্থক রূপমূলের কী সম্পর্ক তা প্রত্যক্ষগোচর বা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে না। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি সম্ভব হবে:

(১০) ক. যে ময়না ভাত খায়নি আর যে মৌ ডিম খায়নি, তারা আমাদের প্রতিবেশী।

খ. যে ময়না বই পড়ছেনা আর খবরের কাগজ পড়ছেনা, সে আমার বান্ধবী।

(১১) সম্মুখ শূন্যীকরণ আদর্শ:

ক. যে ময়না ভাত খায়নি আর যে মৌ ডিম, তারা আমাদের প্রতিবেশী।

খ. যে ময়না বই পড়ছেনা আর খবরের কাগজ, সে আমার বান্ধবী।

(১২) পশ্চাৎ শূন্যীকরণ আদর্শ :

ক. যে ময়না ভাত আর যে মৌ ডিম খায়নি, তারা আমাদের প্রতিবেশী।

খ. যে ময়না বই আর খবরের কাগজ পড়ছেনা, সে আমার বান্ধবী।

উদাহরণ (১১) সবার কাছে গৃহীত না হলেও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য নয়। উল্লিখিত বাক্যগুলিতে 'আর'-এর পরিবর্তে 'বা' ব্যবহৃত হলে সুসমঞ্জস ফল পাওয়া যায়। যেমন :

(১৩) যে ময়না বই পড়ছে না বা খবরের কাগজ, সে আমার বান্ধবী।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও বাংলা বাক্যে স্বতন্ত্রভাবে সমশ্রেণীর উপাদান বর্জন করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিকটি দেখান হয়েছে।

(১৪) ক. যে মেয়েটা সকালে রুটি খায়, দুধ খায়, আর মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

খ. যে মেয়েটা সকালে রুটি, দুধ, আর মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

গ. যে মেয়েটা সকালে রুটি, দুধ, অথবা মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

(১৫) ক. যে মেয়েটা স্কুলে যাবে, সে সঙ্গে বই নেবে আর টিফিন নেবে।

খ. যে মেয়েটা স্কুলে যাবে, সে সঙ্গে বই আর টিফিন নেবে।

(১৬) ক. যে মেয়েটা কলম কিনেছে **আর** পেন্সিল কিনেছে, সে মৌ-এর বান্ধবী।

খ. যে মেয়েটা কলম ও পেন্সিল কিনেছে, সে মৌ-এর বান্ধবী।

গ. যে মেয়েটা কলম পেন্সিল **দুইই** কিনেছে, সে মৌ-এর বান্ধবী।

ঘ. যে মেয়েটা কলম **আর** পেন্সিল কিনেছে, সে মৌ-এর বান্ধবী।

(১৪—১৬)-তে বিভিন্ন শূন্যীকরণ সূত্র ও বাক্য গুচ্ছের নমুনা উপস্থাপিত। উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাংলায় তিন বা তার বেশী সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যে ব্যবহার করা সম্ভব (১৪ ক), অথবা শেষোক্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নঞর্থক কোন উপাদানের সাহায্যে বিশিষ্টকরণ সম্ভব (যদি তিনটি সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই নিয়ম সম্ভব)। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যাংশের যে-কোন অংশে বর্জন সম্ভব, অর্থাৎ বাক্যাংশের প্রথমে, মাঝখানে, বা শেষে ব্যবহৃত হলে তা বর্জন করা যায়। বাক্যের এই গঠনগত প্রক্রিয়া (১৪—১৬) উদাহরণে উপস্থাপিত। বাংলায় সংযোজনাত্মক উপাদান বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তা (ঘ) উদাহরণে উপস্থাপিত।

৫.

শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহারের পর যদি সম্বন্ধসূচক সর্বনামের সাহায্যে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠন করা যায় তাহলে সে-ক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠনের কয়েকটি সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। নীচের উদাহরণে শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহারের পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ গঠনের তিনটি দিক নির্দেশিত।

(১৭) ক. ময়না বাজার থেকে দুধ কিনেছিল আর চা কিনেছিল।
খ. ময়না বাজার থেকে দুধ আর চা কিনেছিল।
গ. যে ময়না বাজার থেকে দুধ আর চা কিনেছিল, **সে রাতে বান্ধবীদের খাইয়েছে**।

(১৮) ক. মৌ ফুলকপি রাঁধছিল আর বাঁধাকপি রাঁধছিল।
খ. মৌ ফুলকপি আর বাঁধাকপি রাঁধছিল।
গ. মৌ, যে ফুলকপি আর বাঁধাকপি রাঁধছিল, **সে মৌটুসীর বান্ধবী**।

(১৯) ক. শাওন তার বান্ধবীর গালে চুমু খেয়েছিল আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।
খ. শাওন তার বান্ধবীর গালে আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।
গ. **শান্তশিষ্ট মানুষ** শাওন, যে তার বান্ধবীর গালে আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।

ওপরের উদাহরণগুলিতে (ক) বাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র অনারোপিত, (খ) বাক্যে সূত্র আরোপিত, ও (গ) বাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র দেখানোর পর (ক) ও (খ) বাক্য-বহির্ভূত অতিরিক্ত রূপমূল বা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান সন্নিবেশিত। প্রতিটি উদাহরণেই শূন্যীকরণ সূত্র আরোপ করার পর সম্বন্ধসূচক সর্বনাম 'যে' অন্তর্ভুক্তির পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ গঠনের কয়েকটি দিক প্রদর্শিত। তিনটি বাক্যে 'যে' প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এই দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। (খ) বাক্যে অতিরিক্ত বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির দ্বিবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান, অতিরিক্ত বাক্যাংশ বাক্যের প্রথম (১৯ গ) অথবা শেষে (১৭ গ, ১৯গ) সংযোজন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, 'যে' সম্বন্ধসূচক সর্বনাম পূর্ববর্তী নামপদের আগে (১৭গ) অথবা পরে (১৯গ) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির পর পূর্ববর্তী নামপদের এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম (এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন নামপদের ভূমিকা বর্জিত। তাছাড়া, সম্বন্ধসূচক সর্বনাম আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র 'পূর্ববর্তীপদ' (Antecedent) এই পরিভাষা ব্যবহৃত হলেও বাংলায় সর্বত্র এই পরিভাষা গ্রহণযোগ্য নয়। ইংরেজিতে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশে (যেমন The man who·····) সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় বলে 'man' সর্বনামের পূর্ববর্তীপদরূপে গৃহীত। কিন্তু বাংলায় সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশের সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বিশেষ্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : 'যে লোকটা'···ও 'লোকটা যে'···। এক্ষেত্রে, প্রথম উদাহরণে 'লোকটার' পরে 'যে' ব্যবহৃত বলে লোকটাকে সর্বনামের পূর্ববর্তীপদ না বলে 'পরবর্তীপদ' (Pretecedent) বলা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় উদাহরণে 'লোকটা' 'যে' সর্বনামের আগে ব্যবহৃত বলে লোকটা সর্বনামের পূর্ববর্তীপদরূপে গ্রহণের কোন অসুবিধে নেই। সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশে 'পরবর্তী পদ' এই প্রথম ব্যবহৃত হল)। আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্ধৃত তিনটি (১৭-১৯) উদাহরণে (খ) বাক্যগুলিতে শূন্যীকরণ সূত্র ও (গ) বাক্যগুলিতে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শিত।

সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র আরোপ করার সময় সমশ্রেণীর ক্রিয়ার একটি অবশ্যই সংযুক্ত বাক্য থেকে বর্জন করতে হবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কর্তা বা কর্ম বর্জন নীতিবিরুদ্ধ। শূন্যীকরণ সূত্রের এই নিয়ম স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বাক্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ পূর্ণমাত্রার একটি বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত কোন অংশ বর্জন করা যায় না। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই এই দিক বোঝা যাবে :

(২০) ক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন মেরেছিল এবং একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে উপল মেরেছিল।

কক. {*একটা দুটো} ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম **{যাদের *যাকে} শাওন ও উপল মেরেছিল।**

খ. একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যে ভাত খাচ্ছে ও একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যে রুটি খাচ্ছে।

খখ. [*একটা / দুটো] ছেলেকে দেখেছিলাম যে [*যে / যারা] **ভাত ও রুটি খাচ্ছে।**

গ. একটা মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম যে সেতার বাজাচ্ছে ও একটা মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম যে বেহালা বাজাচ্ছে।

গগ. [*একটা / দুটো] মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম [*যে / যারা] **সেতার ও বেহালা বাজাচ্ছে।**

ঘ. একটা মেয়েকে ক্লাশে দেখেছিলাম যে পেন্সিল দিয়ে লিখছে ও একটা মেয়েকে ক্লাশে দেখেছিলাম যে কলম দিয়ে লিখছে।

ঘঘ. [*একটা / দুটো] মেয়েকে ক্লাশে দেখেছিলাম [*যে / যারা] **পেন্সিল ও কলম দিয়ে লিখছে।**

ঙ. একটা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম যে ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক লাগাচ্ছে ও একটা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম যে ঠোঁটে লিপগ্লস লাগাচ্ছে।

ঙঙ. [*একটা / দুটো] মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে ছিলাম [*যে / যারা] **ঠোঁটে লিপস্টিক ও লিপগ্লস লাগাচ্ছে।**

উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ সংকোচনের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এই সূত্র আরোপ করার কারণ অর্থগত। কেননা, প্রত্যেকটি বাক্যেই দুটি কর্ম ও কর্তা নির্দেশিত এবং সমশ্রেণীর বাক্যাংশ সংকোচনের পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে উদাহরণে একই কর্ম উপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ (১৮) সংখ্যক বাক্য গ্রহণ করা যায়। এখানে মূল কর্তা উত্তমপুরুষ (আমি) বাক্যে অনুপস্থিত এবং দুটি কর্ম নির্দেশিত—একজন ছেলেকে শাওন মেরেছিল ও আরেকজন ছেলেকে উপল মেরেছিল। শাওন ও উপল যাদের মেরেছিল তারা একই ছেলে নয়, ভিন্ন ছেলে। সেজন্যে সম্বন্ধ-সূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ সংকোচনের পর ছেলের পরিবর্তে বহুবচন সম্বন্ধসূচক সর্বনাম (যাদের, কারক নির্দেশিত) ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও 'যাদের' রূপমূলে কারক নির্দেশিত, বর্তমান আলোচনায় কারক অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে সম্বন্ধসূচক সর্বনামের ক্ষেত্রে কারকের ব্যবহারগত দিক বিশ্লেষিত হয়নি।

(২০) সংখ্যক উদাহরণে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত নামবাক্যের প্রসঙ্গে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তা স্বতন্ত্রভাবে লংঘন করা যেতে পারে। এই প্রয়োগের মাধ্যমে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের কোন অংশ বর্জনের দিকটিও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। (২০) –এ প্রদত্ত একটি উদাহরণের সাহায্যে নীচে এই দিকটি দেখান হয়েছে।

(২১) ক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন মেরেছিল এবং একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে উপল মেরেছিল।

কক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন ϕ এবং একটা ছেলে (কে) (রাস্তায় দেখেছিলাম) যাকে উপল মেরেছিল।

ককক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন এবং একটা ছেলে যাকে উপল মেরেছিল, [তারা দস্যি ছেলে]।

৬.

বাক্য মধ্যস্থিত বাক্যাংশে সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র আরোপের ক্ষেত্রে কতকগুলি অবস্থা বা শর্ত ক্রিয়াশীল। বাংলায় সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের তুলনায় পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহার সহজতর এজন্যে যে, বাংলায় সাধারণভাবে বাক্যশেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে ('সাধারণভাবে' বলার কারণ যে, বাক্য শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও বাক্যের অন্য অংশেও তা ব্যবহৃত হতে পারে)। নীচের উদাহরণে এই দুটি শূন্যীকরণ সূত্র দেখান হয়েছে।

(২২) সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র : SOV–SO

ক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

কক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর দৈ সে আমার বোন।

(২৩) পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র : ,

ক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

খ. যে মেয়েটা ভাত ϕ আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জিত ও প্রথমটি সংরক্ষিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়াটি সংরক্ষণ করে প্রথম ক্রিয়াটি বর্জন করা হয়। ওপরের উদাহরণে (২৩) উভয় বাক্যেই 'মেয়ে' হচ্ছে সর্বনাম পরবর্তীপদ ও প্রধান বিশেষ্য। যদি বাক্যমধ্যে অসমশ্রেণীর পূর্ব-বা পরবর্তীপদ (পার্লমুটার ও রস, ১৯৭০ : ১০১) ব্যবহৃত হয় তাহলে তা বিচ্ছিন্ন পূর্ব-বা পরবর্তীপদ রূপে গৃহীত হবে। (২৪) সংখ্যক উদাহরণে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন পূর্ব বা পরবর্তীপদের ব্যবহারের এ-দুটি দিক দেখান হয়েছে।

(২৪) ক. অবিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ :

যে **মেয়েটা** ভাত আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

খ. বিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ :

যে **ময়না** ভাত আর যে **মৌ** মাছ খাচ্ছে তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

(২৪ খ)-তে 'ময়না' ও 'মৌ' উভয়েই সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশে সর্বনামের পরবর্তী পদরূপে ব্যবহৃত। সর্বনামের পর দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিশেষ্য ব্যবহৃত হলে

তাকে বিচ্ছিন্ন পরবর্তী পদরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পার্লমুটার ও রস বিচ্ছিন্ন পূর্ব-পরবর্তীপদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও এই সমস্যার সমাধান করেননি। ওপরের উদাহরণে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ সমস্যার সমাধান করা কঠিন নয়। (২৪ খ)-এর মত সংযোগমূলক গঠনে উভয় পরবর্তীপদই সমান গুরুত্বপ্রাপ্ত। কেননা, উভয় পরবর্তীপদই স্বতন্ত্রভাবে দুটি সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ গঠন করেছে। এক্ষেত্রে, সংযুক্ত বাক্য ভেঙে ফেলে স্বতন্ত্র দুটি বাক্য গঠন করলে উভয় ক্ষেত্রেই 'ময়না' ও 'মৌ' সম্বন্ধসূচক সর্বনামের পরবর্তী পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হবে। দুটি স্বতন্ত্র বাক্য সহযোগে একটি সংযুক্ত বাক্য গঠন করার পরও বাক্যের গভীর অন্তর্ভাগে 'ময়না' ও 'মৌ' সর্বনামের পরবর্তীপদ হিসেবেই তাদের বাক্যগঠনগত ভূমিকা পালন করে বলে বাক্যের উপরিতলভাগে 'ময়না' ও 'মৌ' উভয় রূপমূলকে সম্বন্ধসূচক সর্বনামের পরবর্তী-পদরূপে গ্রহণ করা যায়। নীচে (২৪ খ)-এর পুনরুক্তি করে উভয় পরবর্তীপদের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(২৫) ক. যে ময়না ভাত আর যে মৌ মাছ খাচ্ছে, তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

খ. [ময়না ভাত খাচ্ছে] [মৌ মাছ খাচ্ছে] [ময়না ও মৌ একই স্কুলের ছাত্রী]

গ. যে ময়না [ভাত খাচ্ছে] যে মৌ [মাছ খাচ্ছে] [ময়না ও মৌ একই স্কুলের ছাত্রী]

ঘ. যে ময়না [ভাত খাচ্ছে] [আর] যে মৌ [মাছ খাচ্ছে] [ময়না ও মৌ একই স্কুলের ছাত্রী]

ঙ. যে ময়না ভাত আর যে মৌ মাছ খাচ্ছে, তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

৬.১.

মেলিং (১৯৭২ : ১০৫) পশ্চাৎ ও সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রকে একই সূত্ররূপে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। (২২) ও (২৩) সংখ্যক উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, একমাত্র বাক্যের ক্রিয়াকে প্রথম থেকে শেষে বা শেষ থেকে প্রথমে আনা ছাড়া বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য উপাদানের গঠনগত রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য, তাঁর মন্তব্য শুধুমাত্র আরোহণ সূত্র ছাড়া শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। তার কারণ, আরোহণ সূত্র আরোপ করার পর বাক্যের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন অংশে স্থান পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আরোহণ সূত্র ছাড়াও মেলিং-এর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইংরেজিতে একটি শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগসম্ভব হলেও বিভিন্ন ভাষায় শূন্যীকরণ সূত্রের বিভিন্ন প্রয়োগগত দিক বিদ্যমান। বাংলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ফলে বাক্যগত কাঠামো পরিবর্তিত হয়। পূর্বে প্রদত্ত উদাহরণ পুনরুক্তি করে বলা যায় যে, বাংলায় সম্মুখ শূন্যী-করণ সূত্র প্রয়োগের পর বাক্যগত আকৃতি হয় কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, কর্তা-কর্ম, এবং পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাক্যগত এই আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই রূপ গ্রহণ করে। বাক্যগত এ দুটি আকৃতি এক নয়। এদিক থেকে বিচার করলেও মেলিং-এর একক শূন্যীকরণ সূত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৭.

রস (১৯৭০ : ২৫১) শূন্যীকরণ সূত্রের আলোচনায় রুশ বাক্যের বিভিন্ন গঠনরূপ নির্দেশ করেছেন। শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর রুশ বাক্যের আকারগত যে-পরিবর্তন

দেখা যায় তা এভাবে নির্দেশ করা যায়: কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। অন্যক্ষেত্রে, রুশ ভাষার দুটি বাক্যগত কাঠামো বিদ্যমান, তা হচ্ছে কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ও কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। রুশ ভাষার সঙ্গে বাংলার তুলনা করলে রুশ ভাষার মত অবিকল বাক্যগত কাঠামো বাংলায়ও লক্ষণীয়। নীচের উদাহরণে বাংলা বাক্যের এই রূপ নির্দেশিত:

(২৬) ক. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম : কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম
যে শায়লা খেল পানি আর মেঘলা খেল চা···

খ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া : কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া
যে শায়লা পানি খেল আর মেঘলা চা খেল···

গ. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম : কর্তা-কর্ম
যে শায়লা খেল পানি আর মেঘলা চা···

ঘ. কর্তা-কর্ম : কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া
যে শায়লা পানি আর মেঘলা চা খেল···

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুশভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাংলায় অধিক ভিন্নতর বাক্যগত কাঠামো লক্ষ্যযোগ্য। শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাংলা বাক্যের সম্ভাব্য রূপ নীচে উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত:

(২৭) ক. কর্তা-কর্ম : কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া
যে ময়না পানি আর মৌ দুধ খেল···

খ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া : কর্তা-কর্ম
যে ময়না পানি খেল আর মৌ দুধ···

গ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া : কর্ম-কর্তা
যে ময়না পানি খেল আর দুধ মৌ···

ঘ. কর্তা-কর্ম : কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম
যে ময়না পানি আর মৌ খেল দুধ···

ঙ. কর্তা-কর্ম : কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা
যে ময়না পানি আর দুধ খেল মৌ···

চ. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম : কর্তা-কর্ম
যে ময়না খেল পানি আর দুধ মৌ···

ছ. কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা : কর্তা-কর্ম
পানি খেল যে ময়না আর মৌ দুধ···

জ. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম : কর্ম-কর্তা
যে ময়না খেল পানি আর দুধ মৌ···

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদিও বাংলা বাক্য কর্তা কর্ম ক্রিয়া— এভাবে গঠিত হয়, তা সত্ত্বেও বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর সম্ভব এবং শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যের গঠন আকৃতি বিভিন্ন গঠনবৈশিষ্ট্যে

চিহ্নিত করতে সক্ষম। ওপরের উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যে প্রয়োগের পর বাক্য দশটি গঠনগত রূপে চিহ্নিত হতে পারে। নীচে বাংলা বাক্যের এই গঠনগত কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে।

(২৮) ক.　কর্তা কর্ম ক্রিয়া — কর্তা কর্ম ক্রিয়া (শূন্যীকরণ সূত্র অনারোপিত)
খ.　কর্তা ক্রিয়া কর্ম — কর্তা ক্রিয়া কর্ম (,, ,, ,,)
গ.　কর্তা কর্ম—কর্তা কর্ম ক্রিয়া (শূন্যীকরণ সূত্র আরোপিত)
ঘ.　কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা কর্ম (,, ,, ,,)
ঙ.　কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্ম কর্তা (,, ,, ,,)
চ.　কর্তা কর্ম—কর্তা কর্ম ক্রিয়া (,, ,, ,,)
ছ.　কর্তা কর্ম—কর্ম ক্রিয়া কর্ম (,, ,, ,,)
জ.　কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম (,, ,, ,,)
ঝ.　কর্ম ক্রিয়া কর্তা—কর্তা কর্ম (,, ,, ,,)
ঞ.　কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্ম কর্তা (,, ,, ,,)

এ পর্যন্ত আলোচনায় বাংলায় যে আটটি বিভিন্ন শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগযোগ্য তা উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে। এই আটটি সূত্রের মধ্যে তিনটি হচ্ছে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র, যা প্রয়োগের পর বাংলা বাক্য কর্তা কর্ম—কর্তা কর্ম ক্রিয়া, কর্তা কর্ম-কর্তা ক্রিয়া কর্ম অথবা কর্তা কর্ম—কর্ম ক্রিয়া কর্তা, এই তিনটির যে-কোন একটি গঠনরীতি গ্রহণ করতে পারে। অন্যক্ষেত্রে, বাংলায় পাঁচ পর্যায়ের সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র বিদ্যমান যা প্রয়োগের পর বাক্য কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা কর্ম, কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্ম কর্তা, কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম, কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্ম কর্তা অথবা কর্ম ক্রিয়া কর্তা—কর্তা কর্ম, এই পাঁচটির যে-কোন একটি গঠনরীতি গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত আদর্শ থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সব সময় বাক্যের একটি অংশ কর্তা কর্ম-রূপে গঠিত এবং বাক্যের দ্বিতীয়ভাগের গঠনরীতি কর্তা কর্ম ক্রিয়া, কর্তা ক্রিয়া কর্ম অথবা কর্ম ক্রিয়া কর্তা, এই তিনটির যে-কোন একটি অনুসরণ করতে পারে। অন্যদিকে, সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাক্যের একটি অংশ কর্তা কর্ম অথবা কর্ম কর্তা গঠনরীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে, পাঁচটি আদর্শের মধ্যে কর্তা কর্ম রূপ দেখা যায় তিনবার আর কর্ম কর্তা রূপ দেখা যায় দু'বার। এছাড়া, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সব সময়েই কর্তা কর্ম রীতি লক্ষণীয়। এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে, পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের কর্তা কর্ম রূপমূল ব্যবহারের আদর্শ হচ্ছে সাধারণ রীতি। আটটি শূন্যীকরণ সূত্রের মধ্যে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের তুলনায় সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের সংখ্যা বেশী প্রচলিত। এ থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, বাংলায় পশ্চাৎ শূন্যীকরণ আদর্শের তুলনায় সম্মুখ শূন্যীকরণ আদর্শ অনেকাংশে নিয়মিত ও বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক (সমস্থানীয় ক্রিয়া বর্জনের পর)।

প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে কোন বাক্যেই বাক্যের প্রথমে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়নি। যদিও সাধারণভাবে বাংলা বাক্যের প্রথমে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়না, তা সত্ত্বেও বাক্য বা বাক্যাংশের প্রথমে ক্রিয়ার ব্যবহার সম্ভব। ক্রিয়া ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া বাংলা বাক্যের সাধারণ

নিয়ম নয় এবং শুধুমাত্র কতকগুলো বিশেষ শ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করে বাক্যের অন্যত্র স্থানান্তর সম্ভব। নীচের উদাহরণে বাক্যমধ্যস্থিত ক্রিয়ার স্থানান্তর পদ্ধতি দেখান হয়েছে।

(২৯) ক. যে লোকটা ভাত খাচ্ছে আর পানি খাচ্ছে, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

খ. যে লোকটা ভাত আর পানি খাচ্ছে, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

গ. খাচ্ছে যে লোকটা ভাত আর পানি, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

ঘ. খাচ্ছে ভাত আর পানি যে লোকটা, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

উপরিলিখিত উদাহরণের মধ্যে (ঘ) বাক্য (গ) বাক্যের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তার কারণ, (ঘ) বাক্যে ক্রিয়ার পর কর্ম ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ অনুধাবনে সুবিধা হয়।

বাংলায় শূন্যীকরণ সূত্র যে-ভাবে ব্যবহার করা যায় অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তার কারণ, বাংলা বাক্যে শব্দ সংযোজনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিদ্যমান। ইংরেজিতে শুধুমাত্র একটি শূন্যীকরণ সূত্র অনুসৃত। নীচের উদাহরণে ইংরেজির ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য শূন্যীকরণ আদর্শ দেখান হয়েছে।

(৩০) ক. Moina drank tea and Mou drank milk.

খ. Moina drank tea and Mou ϕ milk.

গ. Moina tea and Mou drank milk.

(৩০) সংখ্যক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজিতে একটি শূন্যীকরণ আদর্শ প্রচলিত এবং ক্রিয়া সংযুক্ত-বাক্যের দ্বিতীয় অংশে অপসৃত। এই আদর্শের ফলে ইংরেজি বাক্যের আকার দাঁড়ায় কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম (svo—so)।

৭.১.

রসে'র (১৯৭০ : ২৫৩) মতে শূন্যীকরণ সূত্র হচ্ছে 'যে-কোনস্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র' (any where rule)। জ্যাকেনডফ (১৯৭১), মেলিং (১৯৭২) এবং আরও অনেকে রসের এই মত সমর্থন করেননি। বাংলায় শূন্যীকরণ সূত্রের অবাধ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে রসের এই যুক্তি অনায়াসে সমর্থন করা যায়। বাংলায় এই সূত্র প্রয়োগের বিভিন্ন পরিবর্তনগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায় যে, শূন্যীকরণ সূত্র 'যে-কোন স্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র', এজন্যে যে শূন্যীকরণ সূত্র আরোহণ সূত্রের আগে বা পরে এবং বাক্যের যে-কোন স্থানে ব্যবহার করা অনায়াসসম্ভব। এই মত সর্বজনীন মত না হলেও বাংলার মত যে-সব ভাষার বাক্য-রীতির একই রূপ বিদ্যমান, সে-সব ভাষায় শূন্যীকরণ সূত্র 'যে-কোনস্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র' রূপে বিবেচিত হতে পারে।

৭.২.

বাংলা বাক্যের যে শূন্যীকরণ আদর্শ দেখান হয়েছে তা বৃক্ষরীতির সাহায্যে নীচে দেখান যেতে পারে :

(৩১) ক. কর্তা কর্ম—কর্তা ক্রিয়া কর্ম

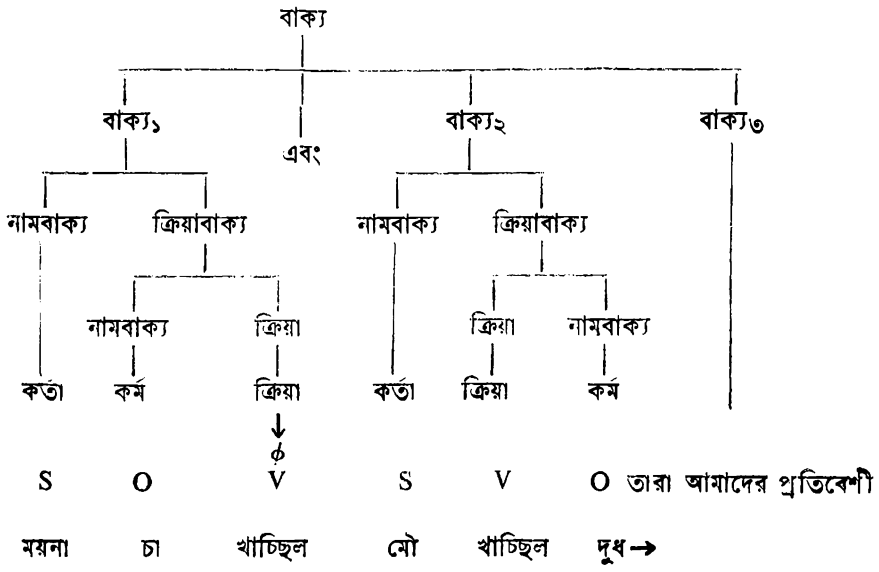

[যে] ময়না চা ϕ এবং মৌ খাচ্ছিল দুধ, তারা আমাদের প্রতিবেশী

৮.

যদিও বাক্য মধ্যস্থিত ক্রিয়া ও ক্রিয়ার সঙ্গে নঞর্থক উপাদান শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে অনুমোদিত, কিন্তু অসমশ্রেণীর ক্রিয়া সব সময়ে বর্জনীয়। বাক্যমধ্যে অসমশ্রেণীর ক্রিয়া অন্তর্ভুক্তির পর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করলে সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ বাক্য গঠিত হবে। উদাহরণ :

(৩২) ক. মহুয়া যে হাতি এঁকেছে আর মৌটুসী যে খেলনা তৈরী করেছে, তা সত্যি সুন্দর।

কক.* মহুয়া যে হাতি ϕ আর মৌটুসী যে খেলনা তৈরী করেছে, তা সত্যি সুন্দর।

খ. মহুয়া যে বাদাম খাচ্ছে আর মৌটুসী যে বই পড়ছে, তা সুন্দর।

খখ.* মহুয়া যে বাদাম খাচ্ছে আর মৌটুসী যে বই, তা সুন্দর।

বাক্যে যদি সমশ্রেণীর নামবাক্য, ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাহলে সমশ্রেণীর বাক্য অতি সহজেই বর্জন করা সম্ভব। উদাহরণ :

(৩৩) ক. যে মহুয়া ঘরে বই পড়ছে আর যে মৌটুসী বারান্দায়···

খ. যে মহুয়া দোকান থেকে জিনিস কিনেছে আর যে মৌটুসী ফুটপাথ থেকে···

গ. যে মহুয়া রাত আটটায় বাড়ি ফিরেছিল আর যে মৌটুসী রাত দশটায়···

ঘ. যে মহুয়া সকালে ঘুমিয়েছিল আর যে মৌটুসী বিকেলে···

ঙ. কাজী দীন মুহম্মদ যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় দশটা ক্রিয়া আছে, রফিকুল ইসলাম যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় তিনটে বিশেষ্য আছে আর মনসুর মুসা যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় নামবাক্য আছে···

ঙঙ. কাজী দীন মুহম্মদ বাংলায় দশটা ক্রিয়া (আছে), রফিকুল ইসলাম বাংলায় তিনটে বিশেষ্য (আছে) এবং মনসুর মুসা যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় নামবাক্য আছে, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বাক্যে সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়াবাক্য ব্যবহৃত হলে শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত নয়। যেমন :

(৩৪) ক.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মৌ বই পড়ছিল···

খ.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মৌ···

গ.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মৌ বই···

ঘ. যে ময়না এবং যে মৌ বই পড়ছিল···

ঙ.* যে ময়না বই এবং যে মৌ বই পড়ছিল···

(৩৪)-এ প্রদত্ত পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে চারটি বাক্যে (ক, খ, গ, ঙ) সমশ্রেণীর ক্রিয়াবাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগযোগ্য নয়, কিন্তু (ঘ) বাক্যে এই সূত্র সামান্য পরিবর্তনের পর প্রয়োগযোগ্য। সুতরাং বলা যায় যে, সাধারণভাবে সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়াবাক্য বাক্যে ব্যবহৃত হলে শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ অসম্ভব হলেও বাংলায় যদি ক্রিয়াবাক্য থেকে কর্ম বর্জন করে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, যদিও এই প্রয়োগ আইনসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বাক্যে (৩৪খ) 'মৌ' রূপমূলের সামান্য পরিবর্তন করলে ওপরের বাক্য শুদ্ধরূপে গঠন করা যায়। যেমন :

(৩৫) যে ময়না বই পড়ছিল এবং মৌ-ও···

এ প্রসঙ্গে (৩৪) সংখ্যক বাক্যে শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত অন্য দিক সম্পর্কেও চিন্তা করা যায়। (৩৪) সংখ্যক বাক্যে ব্যবহৃত সমশ্রেণীর ক্রিয়া অনায়াসে শূন্যীকরণ সূত্রভুক্ত করা যায় যদি ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মও বর্জন করা যায়। এই দিকটি (৩৫) সংখ্যক উদাহরণে দ্রষ্টব্য, যেখানে সংযুক্ত বাক্যের দ্বিতীয় অংশ থেকে ক্রিয়া ও কর্ম বর্জিত। এই পদ্ধতিতে উপরিউক্ত সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখ বা পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। এই শ্রেণীর শূন্যীকরণ রীতি বাংলা বাক্যের জন্যে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিল্লিখিত আদর্শ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবাক্য বর্জন রীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৯.

বাক্যের সমশ্রেণীর ক্রিয়ার একটি যে-ভাবে বর্জন করা সম্ভব, একই উপায়ে বাক্য-মধ্যস্থিত সমশ্রেণীর কর্ম বর্জনও সম্ভব। সমশ্রেণীর ক্রিয়ার মত সমশ্রেণীর কর্মও সংযুক্ত বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ থেকে অনায়াসে বর্জন করা যায়। বাক্যে যদি কোন

উপাদান বা রূপমূল প্রত্যক্ষ কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার জায়গায় মুক্ত সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম 'যা' অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এই মুক্ত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সংযুক্ত বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় সংগ্রথিত বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলায় যে-ভাবে সমশ্রেণীর কর্ম বর্জন সম্ভব তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত।

(৩৬) ক. ময়না যা রেঁধেছিল, মৌ তা খেয়েছিল
খ. ময়না যে ডিম রেঁধেছিল, মৌ তা খেয়েছিল
গ. ময়না যা রেঁধেছিল, মৌ সে ডিম খেয়েছিল

(৩৬ক)-এ কোন প্রত্যক্ষ কর্ম নেই, তার পরিবর্তে 'যা' ও 'তা' কর্মরূপে ব্যবহৃত।

(৩৬খ)-এ সংযুক্ত বাক্যের সংগ্রথিত দ্বিতীয় অংশে কর্ম বর্জিত, এবং

(৩৬গ)-এ তা সংগ্রথিত বাক্যের প্রথম অংশ থেকে বর্জিত। ওপরের বাক্যে যেভাবে কর্ম বর্জন করা হয়েছে তা নীচের গ্রন্থি-সূত্রে দেখান যেতে পারে।

(৩৭) ক. কর্তা ক্রিয়া—কর্তা ক্রিয়া
খ. কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা ক্রিয়া
গ. কর্তা ক্রিয়া—কর্তা কর্ম ক্রিয়া

(৩৭গ)-এর তুলনায় (৩৭ ক) ও (৩৭ খ) বাংলা বাক্যের কর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ওপরের এই দৃষ্টান্ত থেকে অনায়াসে মন্তব্য করা যায় যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম। সম্ভবত, বাংলা বাক্যের কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া গঠনপ্রক্রিয়া এর মূলে ক্রিয়াশীল। কেননা, বাংলায় ক্রিয়া ও কর্ম বর্জনের বিপরীত রীতি ইংরেজিতে লক্ষণীয়।

১০.

সমশ্রেণীর ক্রিয়া ও কর্মের মত বাক্যে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ অন্তর্ভুক্ত হলে তার মধ্যে একটির বর্জন সম্ভব। নীচে এই শ্রেণীর বর্জন-রীতির উদাহরণ দেওয়ার পর ক্রিয়া-বিশেষণ বর্জন সম্পর্কে শূন্যীকরণ আদর্শের আলোচনা করা হবে।

(৩৮) ক. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আর মৌ, যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল ···
খ. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত আর মৌ, যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল ···
গ. ময়না, যে ভাত আর মৌ যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল ···
ঘ. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আর মৌ, যে তরকারি ···
ঙ. আমার বান্ধবী ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আর ময়নার বান্ধবী মৌ, যে তরকারি···

বাক্যে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ সংযুক্তি ও একটির বর্জন যে-ভাবে করা যায় তা ওপরের বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শিত। সমশ্রেণীর ক্রিয়া ও কর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। অসমশ্রেণীর

ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়, কেননা যে-কোন একটি ক্রিয়াবিশেষণ বর্জনের ফলে বাক্যের অর্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে (৩৯) সংখ্যক উদাহরণের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভবপর নয়।

(৩৯) ক. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল, আর মৌ, যে আস্তে আস্তে তরকারি রাঁধছিল···

খ.* ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল, আর মৌ যে ϕ তরকারি রাঁধছিল···

গ.* ময়না, যে ϕ ভাত আর মৌ, যে আস্তে আস্তে তরকারি রাঁধছিল···

(৪০) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে ক্রিয়া-বিশেষণের শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের একটি নমুনা উপস্থাপিত। এখানে উভয় কর্তা (ময়না ও মৌ) এবং উভয় কর্ম (ভাত ও তরকারি) বাক্যে পরপর সন্নিবেশিত। যদিও এই শ্রেণীর বাক্য শূন্যীকরণ সূত্রের শুদ্ধ নিদর্শন নয়, কিন্তু এই শ্রেণীর উদাহরণ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের একটি ভিন্নতর দৃষ্টান্ত।

(৪০) ময়না ও মৌ, যারা তাড়াতাড়ি ভাত আর তরকারি রাঁধছিল···

১১.

আরোহণ সূত্র

আরোহণ হচ্ছে গুচ্ছ সূত্র যার সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত যে-কোন রূপমূল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা সম্ভব। এদিক থেকে বিচার করলে 'টপিক্যালাই-যেশন'-ও এই সূত্রের অন্তর্গত। এছাড়াও, যখন আরোহণ সূত্র স্বতন্ত্রভাবে বাক্যের উপাদান স্থানান্তরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন সব সময় এই সূত্র ফোকাসের আয়ত্তাধীন রূপমূল বাক্যমধ্যে স্থানান্তর করে। আরোহণ সূত্র বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ-মূলক রূপমূল, ক্রিয়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য, যে ভাষায় রূপমূল সংস্থাপনের ক্ষেত্রে খানিকটা মুক্তরূপমূলনীতি বর্তমান, শুধু সেই সব ভাষার সেত্রেই এই সূত্র ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে, যে ভাষায় বাক্যস্থিত রূপমূল ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ সে-সব ভাষায় এই সূত্র তেমন কার্যকর নয়। শূন্যীকরণ সূত্র আলোচনার সময় বাংলা বাক্যরীতির মুক্তরূপমূলনীতি-রূপ স্পষ্ট হয়েছে। বাংলা বাক্যের এই মুক্তরূপমূল সন্নিবিষ্টকরণ প্রকৃতির জন্যে আরোহণ সূত্র ব্যবহার সহজসাধ্য। নীচে উদাহরণের সাহায্যে এই সূত্রের প্রয়োগ নির্দেশিত :

(৪১) ক. মৌ বই পড়ছিল।

খ. বই পড়ছিল মৌ।

গ.* মৌ পড়ছিল বই।

ঘ.* পড়ছিল মৌ বই।

ঙ.* পড়ছিল বই মৌ।

ওপরের উদাহরণে কোন সম্বন্ধসূচক সর্বনাম-মূলক বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়নি এবং আরোহণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরল বাক্য গৃহীত। উপরিলিখিত উদাহরণে (৪১) আরোহণ সূত্রের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সরল বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তা

বা কর্ম-কে অনায়াসেই এই সূত্রের আয়ত্তাধীনে ব্যবহার করা যায় ; অর্থাৎ কর্তার জায়গায় কর্ম ও কর্মের জায়গায় কর্তার সংস্থাপন সহজসাধ্য। (৪১) নির্দেশ করে যে, সাধারণভাবে কর্তার স্থানে ক্রিয়া (ঘ, ঙ) অথবা কর্মের স্থানে ক্রিয়া (কর্তা ও কর্মের স্থান পরিবর্তন না করে যদি ব্যবহৃত হয়) ব্যবহার ভাষারীতি অনুমোদন করে না। (৪১ গ), (৪১ খ) ও (৪১ ঘ)-র মধ্যে (৪১ গ) অন্য দুটি উদাহরণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। সরল বাক্যের পরিবর্তে যৌগিক বাক্যে, যেখানে সম্বন্ধসূচক সর্বনামে গঠিত বাক্যাংশ ব্যবহৃত, এই সূত্র কতখানি প্রয়োগযোগ্য তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

(৪২) ক. ময়না যে বই পড়ছিল, সেটা গল্পের (বই)।
খ. যে বই পড়ছিল ময়না, সেটা গল্পের (বই)।
গ. ময়না পড়ছিল যে বই, সেটা গল্পের (বই)।

ওপরের উদাহরণে 'যে বই' সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত। আরোহণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময় 'যে বই' একসঙ্গে বাক্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, অন্যথায় সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে 'যে বই' সর্বত্র একসঙ্গে রেখে স্থানান্তর সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। 'ময়না' কর্তা হিসাবে গণ্য করলে প্রথম বাক্যে (৪২ ক) কর্তার পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ ('যে বই') ব্যবহৃত ; দ্বিতীয় বাক্যে (৪২ খ) কর্তা প্রোথিত বাক্যের শেষে এবং সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ বাক্যের প্রথমে ও তৃতীয় বাক্যে (৪২ গ) কর্তা প্রথমে ও সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ প্রোথিত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তিনটি বাক্যের মধ্যে দুটি বাক্যে কর্তা বাক্যের প্রথমে ও একটিতে শেষে এবং সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ প্রথম বাক্যে বাক্যের মাঝখানে, দ্বিতীয় বাক্যে বাক্যের প্রথমে ও তৃতীয় বাক্যে বাক্য-শেষে ব্যবহৃত। বাক্যমধ্যস্থিত অন্যান্য উপাদান স্থানান্তরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়ার স্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম বাক্যে ক্রিয়া প্রোথিত বাক্যের শেষে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে বাক্যের মাঝখানে ব্যবহৃত। (৪২) উদাহরণের সঙ্গে পূর্বে প্রদত্ত (৪১)-এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে (৪১ গ) ব্যাকরণ-দুষ্ট হলেও (৪২ গ)-এ এই অপূর্ণতা অনুপস্থিত। দুটি বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা-থেকে একটি দিক লক্ষ্য করা যায় যে, সরল বাক্যের তুলনায় যৌগিক বাক্যে বা যে-বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর বাক্যে আরোহণ সূত্রের বহুবিধ প্রয়োগ-রীতি সম্ভব। এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে, সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে দু'ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের স্থানান্তরীকরণ সম্ভব। নীচে এই নিয়ম সূত্রা-কারে দেখান হয়েছে।

(৪৩) বাক্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রূপমূল আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করে স্থানান্তরীকরণ সম্ভব যদি বাক্য গঠনে নীচে নির্দেশিত যে-কোন একটির রূপ অনুসরণ করে :

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা
—কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম

এই সূত্র (৪৩) আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, যদি কোন বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে কর্তা বা কর্ম ব্যবহৃত হয় তাহলে আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সহজসাধ্য।

গঠনের দিক থেকে বাংলা বাক্য-রীতি জটিলতর হওয়ায় আরোহণ সূত্রও জটিলতর রূপ গ্রহণ করতে পারে। বাক্যমধ্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হলে বিভিন্নভাবে

আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করা যায়। নীচের উদাহরণে আরোপিত সূত্রের জটিলতর দিক সহজেই লক্ষণীয়।

(৪৪) যে মেয়েটা / মৌকে একটা বই দিয়েছিল /, সে আমাদের প্রতিবেশী
১ ২ ৩ ৪

(৪৪) সংখ্যক বাক্যের / / এই অংশের মধ্যে অবস্থিত যে বাক্যাংশ তা আরোহণ সূত্রের আয়ত্তাধীন এনে নীচের উদাহরণে (৪৫) দেখান হয়েছে।

(৪৫) ক. যে মেয়েটা / মৌকে দিয়েছিল একটা বই /···
খ. যে মেয়েটা / একটা বই মৌকে দিয়েছিল /···
গ. যে মেয়েটা / একটা বই দিয়েছিল মৌকে /···

অর্থাৎ

(৪৪) যে মেয়েটা / ১ ২ ৩ ৪ / সে আমাদের প্রতিবেশী স্থানান্তরিত হয় নিম্নলিখিত পর্যায়ে :

(৪৫) যে মেয়েটা / ১ ৪ ২ ৩ / ,,
যে মেয়েটা / ২ ৩ ১ ৪ / ,,
যে মেয়েটা / ২ ৩ ৪ ১ / ,,

(৪৬) ক. মৌকে / যে মেয়েটা একটা বই দিয়েছিল / সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. মৌকে / একটা বই দিয়েছিল যে মেয়েটা / সে আমাদের প্রতিবেশী
গ. মৌকে দিয়েছিল একটা বই / যে মেয়েটা / সে আমাদের প্রতিবেশী
ঘ. মৌকে / যে মেয়েটা দিয়েছিল একটা বই / সে আমাদের প্রতিবেশী
ঙ. মৌকে দিয়েছিল একটা বই / যে মেয়েটা / সে আমাদের প্রতিবেশী

(৪৭) ক. একটা বই মৌকে দিয়েছিল / যে মেয়েটা / সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. একটা বই দিয়েছিল মৌকে / যে মেয়েটা / সে আমাদের প্রতিবেশী
গ. একটা বই / যে মেয়েটা মৌকে দিয়েছিল / সে আমাদের প্রতিবেশী
ঘ. একটা বই মৌকে / যে মেয়েটা দিয়েছিল / সে আমাদের প্রতিবেশী
ঙ. একটা বই / যে মেয়েটা দিয়েছিল মৌকে / সে আমাদের প্রতিবেশী

ওপরের বাক্যগুলিতে 'যে মেয়েটা' সর্বনামমূলক বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত। আরোহণ সূত্র অন্তর্ভুক্তির পর বাক্যের বিভিন্ন উপাদান যে-ভাবে স্থানান্তরীকরণ সম্ভব (৪৫—৪৭) সংখ্যক উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখান হয়েছে। প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ 'যে মেয়েটা'-র স্থান পরিবর্তনও লক্ষণীয়। (৪৫)-এ সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ যা একই সঙ্গে নামবাক্যরূপেও গৃহীত তার ব্যবহার বাক্যের প্রথমে দেখান হয়েছে (যদিও বাক্যমধ্যে একাধিক নামবাক্য থাকতে পারে) অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬)-এ এবং প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭)-এ দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কোন বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হলে (৪৫)-এ বিভিন্নভাবে আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব এবং বাক্যের প্রাথমিক গ্রন্থি নামবাক্যরূপে (৪৫), অপ্রত্যক্ষ কর্মরূপে (৪৬) অথবা প্রত্যক্ষ

কর্মরূপে (৪৭) ব্যবহৃত হতে পারে। বাক্যাংশের প্রান্তভাগ নামবাক্য (৪৬ খ, গ, ঙ, ৪৭ ক, খ), ক্রিয়া (৪৫ খ, ৪৬ ক, ৪৭ গ, ঘ), প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ ক, ৪৬ ঘ) অথবা অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ গ) হতে পারে। বাক্যের মধ্যভাগে অবস্থিত যে সমস্ত বাক্যাংশ আরোহণ সূত্রের প্রয়োগাধীন সেগুলো এভাবে দেখান যেতে পারে, অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৫ ক), প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ খ), প্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৫ গ), নামবাক্য-প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬ ক), প্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৬ খ), ক্রিয়া-প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৭ ক), ক্রিয়া-অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭ খ), নামবাক্য—অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-নামবাক্য (৪৭ ঘ), ক্রিয়া-নামবাক্য (৪৭ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৭ চ)। ওপরের উদাহরণে যে ভাবে আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ দেখান হয়েছে তা (৪৫—৪৭) উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরপর সন্নিবিষ্ট করলে আরোপিত আদর্শরূপ অনুধাবনে সহজসাধ্য হবে।

(৪৮) ক. নাবা অক ক্রি প্রক ···
খ. নাবা প্রক অক ক্রি ···
গ. নাবা প্রক ক্রি অক ···
ঘ. অক নাবা প্রক ক্রি ···
ঙ. অক প্রক ক্রি নাবা ···
চ. অক ক্রি প্রক নাবা ···
ছ. অক নাবা ক্রি প্রক ···
জ. অক ক্রি প্রক নাবা ···
ঝ. প্রক অক ক্রি নাবা ···
ঞ. প্রক ক্রি অক নাবা ···
ট. প্রক নাবা অক ক্রি ···
ঠ. প্রক অক নাবা ক্রি ···
ড. প্রক ক্রি নাবা অক ···
ঢ. প্রক নাবা ক্রি অক ···

ওপরে নির্দেশিত বাক্যের (৪৫—৪৭) গঠন-প্রকৃতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আরোহণ সূত্র প্রয়োগের পর নামবাক্য, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর্মের যে-কোন একটি বাক্যের প্রথম গ্রন্থিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বাক্যশেষে সাধারণভাবে ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও ক্রিয়া ছাড়া অন্য যে-কোন উপাদানও ক্রিয়ার স্থানে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। ক্রিয়া ছাড়া যে-সব উপাদান বা উপাদান অতিরিক্ত গ্রন্থি সমস্থানে অবস্থান করতে পারে তার মধ্যে নামবাক্য, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম প্রধান। তাছাড়া, বাক্যাংশের মধ্যে অবস্থিত অপ্রত্যক্ষ কর্ম, প্রত্যক্ষ কর্ম, নামবাক্য ও ক্রিয়া অনায়াসেই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে।

১১. ১

বাংলায় আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রস (১৯৬৭), হ্যানকামের (১৯৭৯) ও অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ব্যবহৃত (বাক্যের মূল গঠনরূপ) ভাষায় এই সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। তাঁদের মতে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ভাষায়

আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। তার কারণ, এই শ্রেণীর ভাষায় বাক্যের উপাদান একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষার নমুনা হিসাবে সংস্কৃতের উল্লেখ করেও বলা যায় যে, সংস্কৃতে বাক্যে রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুক্ত শব্দ-রীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। আধুনিক ভাষা হিসাবে বাংলার উল্লেখ করে বলা যায় যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ভাষায় কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়া আরোহণ সূত্রের অধীন এবং এই শ্রেণীর যে-কোন রূপমূল বাক্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর সম্ভব।

১১. ২.

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শূন্যীকরণ আদর্শ কিভাবে আরোহণ পদ্ধতির অধীনে এনে ব্যবহার করা যায়, তা বিচার করা যেতে পারে। প্রচলিত নিয়মানুসারে আরোহণ সূত্রের আগে বা পরে শূন্যীকরণ সূত্রে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বাংলায় আরোহণ সূত্র শূন্যী-করণ সূত্রের আগে অথবা পরে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করা যায়। নীচের উদাহরণে এই দ্বৈত সূত্রের প্রয়োগ দেখান হয়েছে।

(৪৯) আরোহণ সূত্রের আগে শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ :

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র :

ক. যে মৌ ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।
যে মৌ ভাত খাচ্ছে আর ডিম, সে শান্ত মেয়ে।

খ. শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র প্রয়োগ :
যে মৌ খাচ্ছে ভাত আর ডিম, সে শান্ত মেয়ে।

গ. পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র :
যে মৌ ভাত আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।

ঘ. শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র প্রয়োগ :
ডিম আর ভাত খাচ্ছে যে মৌ, সে শান্ত মেয়ে।
যে মৌ ডিম আর ভাত খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।

ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রথা বিদ্যমান, তা হচ্ছে যে, আরোহণ সূত্রের আগে সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র এবং আরোহণ সূত্রের পর পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে। (৪৯) সংখ্যক উদাহরণে সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র উপস্থাপিত। এই উদাহরণ নির্দেশ করে যে, বাংলায় আরোহণ সূত্রের আগে সম্মুখ বা পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের যে-কোন একটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রচলিত নিয়মানুসারে যদিও আরোহণ সূত্রের আগে একমাত্র সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলায় উভয় শূন্যীকরণ সূত্রই প্রয়োগ সম্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় আরোহণ সূত্রের পর শুধু পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র, কিংবা সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় শ্রেণীর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভব তা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(৫০) আরোহণ সূত্রের পর শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ :

আরোহণ সূত্র প্রয়োগ :

ক. যে ময়না ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে
খ. যে ময়না খাচ্ছে ভাত আর খাচ্ছে ডিম, সে শান্ত মেয়ে
গ. ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে যে ময়না, সে শান্ত মেয়ে

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র :

ঘ. ভাত খাচ্ছে আর ডিম যে ময়না, সে শান্ত মেয়ে (গ-এর শূন্যীকরণ-রূপ)

পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র :

ঙ. যে ময়না ভাত আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে (খ-এর শূন্যীকরণরূপ)

(৪৯) ও (৫০)-এ গৃহীত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, বাংলায় আরোহণ সূত্রের আগে অথবা পরে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় শ্রেণীর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে নেই।

১২.

বর্তমান আলোচনায় ভাষাতত্ত্বের দুটি সঞ্চালন সূত্র বাংলায় প্রয়োগ করে সূত্রের বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে। দুটি সূত্রই পরস্পর সম্পর্কিত বলে একত্রে গৃহীত। এ দুটি ছাড়াও একাধিক সঞ্চালন সূত্র বিদ্যমান, প্রবন্ধের পরিধির দিক চিন্তা করে তা বর্জন করা হয়েছে। শূন্যীকরণ ও আরোহণ সূত্রের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত সমশ্রেণীর রূপমূলের বর্জন ও বাক্যে কিভাবে বিভিন্ন উপাদান এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারণ করে বাক্য-গঠন সম্ভব—এই দুটি দিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে আলোচিত। শূন্যীকরণ সূত্রে বাক্যে ব্যবহৃত সমস্থানীয় রূপমূলের মধ্যে একটি রেখে অন্যগুলি বর্জন করা হয় এবং আরোহণ সূত্রে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যে-ভাবে নিজস্ব স্থান পরিবর্তন করে অন্যস্থানে ব্যবহৃত হয়, তা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত। বাংলা বাক্যের মুক্ত রূপমূল বৈশিষ্ট্যের জন্যেই উভয় সূত্র বাংলায় ব্যবহার করা অনায়াস সম্ভব। অধিকাংশ ভাষার ক্ষেত্রেই রূপমূল ব্যবহারের এই প্রকৃতি অনুপস্থিত। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রূপমূল অপসারণের ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন প্রকৃতির মৌল কাঠামো বিভিন্ন রূপাবয়ব গ্রহণ করে। উভয় সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রেই বাক্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপিত।

পরিশিষ্ট :

বর্তমান আলোচনায় বাক্যগ্রন্থনের বিভিন্ন দিক উল্লিখিত হলেও তা বিশ্লেষিত হয়নি। প্রবন্ধ পড়ার সময় এক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে বলে দু'একটি দিক সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক. সম্বন্ধসূচক সর্বনাম :

যে, যিনি, যা।

এর মধ্যে 'যে' ও 'যিনি' একই সর্বনাম, 'যে' সাধারণবাচক ও 'যিনি' সম্মান-বাচক সর্বনাম। 'যা' অপ্রাণিবাচক সর্বনাম। বাংলায় তিনভাবে 'যে' সর্বনাম ব্যবহার করা যায়, (ক) প্রাণী বা অপ্রাণিবাচক সর্বনাম ; (খ) কমপ্লিমেণ্টাইজার ও (গ) নির্দেশক হিসাবে।

খ. সম্বন্ধসূচক সর্বনাম সহযোগে গঠিত বাক্যাংশ :

যে লোকটা এসেছিল, সে আমার বন্ধু।

এখানে 'যে লোকটা' সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ, 'যে' সর্বনাম ও 'লোকটা' বিশেষ্য সহযোগে গঠিত। 'লোকটা' 'যে' সর্বনামের পরবর্তী পদ।

গ. প্রোথিত রূপ :

প্রোথিত রূপ বলতে যখন দুটো বাক্য একসঙ্গে গঠন করা হয় সেই গঠনরূপকে বোঝায়। এক্ষেত্রে, দুটি বাক্য একত্রে গ্রন্থনের পর একটি বাক্য প্রধান ও অন্যটি অপ্রধান বাক্য হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন :

(১) গতকাল লোকটা এসেছিল।

(২) লোকটা আজ সকালে মারা গেছে।

(১) ও (২)—এই দুটি বাক্য প্রোথিত করার পর সম্বন্ধসূচক সর্বনাম এর সঙ্গে যোগ করে সম্বন্ধবাচকতার রূপ দেখান হয়। যেমন :

(৩) গতকাল যে লোকটা এসেছিল, সে আজ সকালে মারা গেছে।

কোন্ বাক্য কোন্ বাক্যকে প্রোথিত করেছে, তা নির্ভর করবে বিশ্লেষণ আদর্শের ওপর। কেননা, বাংলায় (১) বাক্য (২) বাক্যের মধ্যে, কিংবা (২) বাক্য (১) বাক্যের মধ্যে প্রোথিত করা সম্ভব। ওপরে (৩) উদাহরণে একটি রূপ দেখান হয়েছে, নীচে (৪) অপর রূপটি দেখান হল :

(৪) যে লোকটা আজ সকালে মারা গেছে, সে গতকাল এসেছিল।

ঘ. বর্তমান আলোচনায় পরিভাষাগত দুর্বলতা দেখা যাবে। প্রবন্ধ লেখার সময় পরিভাষা ও অভিধান না থাকার জন্যেই এই দুর্বলতা বা ত্রুটি প্রবন্ধে প্রতিফলিত। আলোচনামধ্যে যে-সব ইংরেজি শব্দের সাধ্যমত বাংলা রূপ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল। এগুলি মূলতঃ ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা নয়।

Antecedent : পূর্ববর্তী পদ (সর্বনামের)

Backward : পশ্চাৎ (দিকে)

Clause : বাক্যাংশ

Conjoin : সংযোগ (করা)

Conjoint : সংযুক্ত

Conjunctive : সংযোজনাত্মক

Conjunction : সংযোজন

Coordinate : সমপদস্থ

Coordinate Conjunction : সমপদস্থ সংযোজন

Disjunction : বিশ্লিষ্ট

Embedding : প্রোথিত

Forward : সম্মুখ (দিকে)

Gapping : শূন্যীকরণ, (বাক্যের) সম-উপাদান বর্জন

Interrogative : প্রশ্নবাচক

Movement : সঞ্চালন

Non-split : অবিচ্ছিন্ন

Pretecedent : পরবর্তী পদ (সর্বনামের)

Reduction : লঘুকরণ

Relative Pronoun : সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

Relativization : সম্বন্ধবাচকতা

Rule : সূত্র

Scrawbling : আরোহণ, স্থান পরিবর্তন

Split : বিচ্ছিন্ন

সঙ্কেত :

নাবা : নামবাক্য (Noun Phrase)

ক্রিয়া : ক্রিয়াবাক্য (Verb Phrase)

ক্রি : ক্রিয়া (Verb)

প্রক : প্রত্যক্ষ কর্ম (Direct Object)

অক : অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্ম (Indirect Object)

ক : কর্ম (Object)

গ্রন্থপঞ্জী :

১ Dingwall, W.O. (1969). "Secondary Conjunction and Universal Grammar", papers in linguistics 1, 207-230.

২ Hankamer, J. (1973). "Unacceptable Ambiguity." LI 4.1 : 17-68.

৩ Hankamer, J. (1979). Deletion in Coordinate structures, New York : Garland Publishing.

৪ Hillings, J.T. (1975). "The Formation of Gapping in English as Evidence for variable Types in Syntactic Transformation." LA 1.3 : 247-273.

৫ Jackerdoff, R.S. (1971). "Gapping and Related Rules." LI 2.3 : 21-35.

৬ Kontoondas, A. (197I). "Gapping, Conjunction, and Coordinate Deletion." FL 7 : 337-380.

৭ Kuno, Susumu. (1976). "Gapping : A Functional Analysis." LI 7. 2 : 300-318.

৮ Langacker, R.W. (1969). "Mirror Image Rules 1 : Syntax." Lg 45.3 : 575-598.

৯ Langendoen, D. T. (1974). "Acceptable Conclusions for Unacceptable Ambiguity." Presented at the Conference "Testing Linguistic Hypotheses." University of wis-Consin, Milwaukee, Wiscoosin, May 10-11, 1974.

১০ Mailing, Joan M. (1972). "On Gapping and the Order of Constraints." LI 3. 1 : 101-108.

১১ Perlmuttev, D.M. and J. R. Ross. (1970). "Relative clauses with split Antecents." LI 1. 3 : 250.

১২ Pulte, William. (1973). "A Note on Gapping." LI 4. 1. ; 101.

১৩ Ross, J. R. (1967). "Constraints on variables in syntax" Unpublished Ph. D. dissertation, MIT.

১৪ Ross, J. R. (1970). "Gapping and the order of Constraints." in M. Bievwisch and K. Heidalph (eds), Progress in linguistics, The Hague : Monton, 249-259.